দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 1-0 NOV 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

96

ঢাকা ভার্সিটি খুলিয়াছে, তবে ক্লাস হয় নাই

ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। কর্তৃপক্ষের ঘোষণা অনুযায়ী গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা থাকিলেও শিক্ষকবৃন্দ অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি

(২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটি

(১ম পৃঃ পর)

শুরু করায় ক্লাস হয় নাই। কার্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধই রহিয়াছে। ২৭শে অক্টোবর ক্যাম্পাসে মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর সন্ত্রাসের প্রতিবাদে এবং ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরাপত্তার দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কর্মবিরতি শুরু করে। সমিতির একজন কর্মকর্তা জানান, সন্ত্রাস প্রতিরোধের উল্লেখযোগ্য কোন পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি অব্যাহত থাকিবে। তবে বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষকবৃন্দ পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব পালন করিবেন।

শিক্ষক সমিতির ঘোষণা অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্থগিত ঘোষিত পরীক্ষাসমূহ গ্রহণের উদ্যোগ নিয়াছেন। ১২ই নভেম্বর হইতে এই পরীক্ষা শুরু হইবে। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে শুক্রবার বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতৃবৃন্দের সহিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক সভার শুরুতে দুইটি সংগঠনের প্রতিনিধিদের মধ্যে বাক বিতণ্ডা হয়। তাহারা পরস্পরকে দায়ী করিয়া বক্তব্য রাখে। পরে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কতিপয় প্রস্তাবের পক্ষে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ঐক্যমত পোষণ করেন। একটি সূত্র জানায়, ১২ই নভেম্বর পরীক্ষা শুক্রর দিন ক্যাম্পাসের বিভিন্ন মোড়ে বিশেষ করিয়া কলাভবন এলাকায় ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হইবে। পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত পুলিশের প্রহরা অব্যাহত থাকিবে। পরীক্ষা চলাকালে কলাভবন এলাকায় মিছিল বা সমাবেশ না করার জন্য ছাত্র সংগঠনসমূহকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

তবে বিভিন্ন হলে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের আনাগোনা অব্যাহত থাকায় এই পরীক্ষা হইবে কিনা এই নিয়া সংশয় দেখা দিয়াছে। আবাসিক হলের পরীক্ষার্থীরা আশংকা মুক্ত হইতে পারিতেছে না। উল্লেখ্য, সন্ত্রাসী তৎপরতার কারণে প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা স্থগিত হইয়া আছে।